নুটি মন্তর

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

হাবু নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমতো তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুণিন্ রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে ! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়িতে বড় বড় হব্‌সের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে—পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কি একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দুবার তালা ঝম্‌ঝম্‌করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম আমবাগানে বিকেলবেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে—হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোশ লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা। মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনো দেখেনি। কোথায় যে কখন কিভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেক দিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠারো-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দ-পনেরো তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুণিন্ এসেছে, অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠোবাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কি আশ্চর্যই না হয়ে গিয়েছিল।

ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে এসেছে। ওর কি রকম গা-ছমছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বললে—আচ্ছা কালী জেঠা, ওসব কি করে করলে ?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে—আহা, ওসব তো সোজা !

—সোজা, কালী জেঠা ?

—খু-উব সোজা।

—কি রকম সোজা ?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমিও ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পারো ?

—কেন পারব না ?

—একদিন করে দেখাবে জেঠা ?

—হুঁ হুঁ, যা, সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ঐসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজী আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চশমা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন—ওসব হয় না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে—প্রিমিয়াম কি ?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে ?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে—আজ্ঞে কত টাকা ?

—একশ'।—পারবে দিতে ?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনো একসঙ্গে দেখিনি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দু' শ' করে প্রিমিয়াম নিই, তোমায় একশ' বলেছি !

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে !

কেটে গেল বছর তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন এক-রঙা ছবির মত একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপনমনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাং হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। আর একটা ঢিল ছুঁড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দু-চাকার খেলনাগাড়ি, কিন্তু সে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিল হিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে বললে—কি ?

স্তম্ভিত ও ভীতু হাবু কোনো কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই ! দু মিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে—আমাকে দয়া করুন।

—কি দয়া ?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কি দরকার ?তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখো—বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারতেই ঝর ঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে ?পাড়াগাঁয়ে কোনো গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়িখানেক তার সামনে।

লোকটা বললে—খাবার জল ?এই—

যেমন একটা ঢিল ছোঁড়া, অমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে, তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে বললে— খাও—ভালো জল।

হাবু কাতর সুরে বললে—আমায় শাগরেদ করে রাখুন।

—কি সর্বনাশ ! শাগরেদ ?আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটা হি হি করে হেসে উঠল। ওকি ! মুখের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।...লোকটা কে ?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে—পায়রাগাছি জানো ?উত্তর দিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা কোরো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুণিন্ ! সবাই বলে, উনি 'নুটি মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে। হাবু হাত জোড় করে বললে—আমায় দয়া করুন !

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে—শেখাতে পারি নুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন ?এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের বাসনা কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে—দেখো। আচ্ছা রোসো, দিচ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে !...

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন নুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। যে ঘরে যায়, ভালো ভালো জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনো জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছে বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয়।

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল !

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন—ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি ?তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে ?এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়েছি !

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরো গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ির ওপরের তলায় খাটে একছড়া দামী সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতূহলবশত গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নিয়ে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য।

কেউ কিছু টের পেলে না।

তার পর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কি কান্না ! সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল ?অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল এক বৃদ্ধা দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুসনয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর বনিবনাও নেই। বাপেরবাড়ি পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোনো মান থাকে না বাপেরবাড়ি। বউদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী ?

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল ?হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিশের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কারকরলে। তখন কি হাসি তার মুখে !

তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত ?এ কি ভয়ানক প্রলোভনে সে পড়েছে ! পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কি সর্বনাশা মন্ত্র !

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ির ভাঁড়ারে ঢুকে সেরখানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন ! পায়রাগাছির রোজা এ কি সর্বনাশ তার করে গেল। কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না, কিছুতেই ভোলা যায় নানুটি মন্তর। নুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে—কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেই রকম ঢিল ছুঁড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ডু হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললে—কি হয়েছে ?

—আমায় বাঁচান।

—কি ব্যাপার ?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্যামী। ওস্তাদজি, নুটি মন্তরের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল,—সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে—একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয় ?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবন-ভোর এই সর্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে ?এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে ?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে—বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না নুটি মন্তর ?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে—তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিইনি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কি কথা ! এক বছর ধরে তবে সে কিসের ভার বোঝা বয়ে মরল ?

সে কি বলতে যাচ্ছিল, রোজা হেসে বললে—মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। নুটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না !

হাবু বললে—তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ি হার চুরি করিনি ?ময়রার দোকানে খাবার খাইনি চুরি করে ?তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথাও যাওনি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে...

বলে কি ! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুণিন্ হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পট্‌পট্ শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।